

এক নজরে আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, কুমিল্লা

কুমিল্লা বাংলাদেশের অতি প্রাচীন এবং ঐতিহাসিক তাৎপর্যপূর্ণ একটি জেলা। কৃষি, শিক্ষা, সংস্কৃতিতে এই জেলা বাংলাদেশের অন্যান্য জেলার চেয়ে অনেক এগিয়ে। কুমিল্লা, চাঁদপুর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া এই তিন জেলা নিয়ে বৃহত্তর কুমিল্লা। ভূ-প্রকৃতি ও আবহাওয়ার উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশকে যে ৩০ টি কৃষি পরিবেশ অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে তার ৯ টি এই অঞ্চলের মধ্যে পড়েছে অর্থাৎ প্রচুর বৈচিত্র্য রয়েছে এই অঞ্চলে।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এর মসলা গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পের আওতায় ২০০৩ সালে কুমিল্লা জেলার আদর্শ সদর উপজেলায় আড়াইওড়া গ্রামে আঞ্চলিক মসলা গবেষণা কেন্দ্র স্থাপিত হয়। পরবর্তীতে নরসিংদী, কুমিল্লা ও পটুয়াখালী জেলায় আঞ্চলিক উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পের আওতায় ২০০৭ সালে মসলা গবেষণার পাশাপাশি উদ্যানতাত্ত্বিক ফসলের গবেষণার লক্ষ্যে আঞ্চলিক উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র, কুমিল্লার কার্যক্রম শুরু হয়। বৃহত্তর কুমিল্লা অঞ্চলের কৃষির অধিকতর উন্নয়নের লক্ষ্যে অতঃপর ২০১৮ সালে মে মাসে আঞ্চলিক উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র, কুমিল্লাকে আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্রে উন্নীত করা হয়েছে। বর্তমানে কেন্দ্রে ০৯ (নয়) জন বিজ্ঞানী ১২ (বার) জন কর্মচারী এবং ৩৪ (চৌত্রিশ) জন শ্রমিক কর্মরত আছে। এখানে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের আওতাধীন উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র, মসলা গবেষণা কেন্দ্র, তৈলবীজ গবেষণা কেন্দ্র, কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র, কৃষিতত্ত্ব, মৃত্তিকা বিজ্ঞান এবং উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগের আওতায় বিভিন্ন গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। কেন্দ্রে মোট জমির পরিমাণ ১২.৯৮ একর। তন্মধ্যে আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ ৮ একর।

গবেষণা কার্যক্রমঃ

- কাঁঠাল, আতা, লেবু, জামির লেবু, কমলা লেবু, বাতাবীলেবু, অম্বোসুমী বাতাবীলেবু, কাঁচকলা, মিষ্টিকুমড়া, করলা, ঝিৎগা, বাঞ্জী, টেঁড়স, মরিচ, মুখীকচু, পানিকচু, মটরশুটি ও টমেটো এর জার্মপ্লাজম সংগ্রহ ও মূল্যায়নের পরীক্ষণ।
- মরিচ, কালোজিরা, মেথি, ফিরিংগি, হলুদ, শীতকালীন পৈয়াজ, মুখীকচু এর ফলনের উপযোগীতা যাচাইয়ের পরীক্ষণ।
- সারা বছর মরিচ চাষের জন্য মরিচের জাত ও ব্যবস্থাপনার প্রভাব সম্পর্কিত পরীক্ষণ।
- বারি উদ্ভাবিত উচ্চ ফলনশীল বিভিন্ন ফসলের (চীনা, কাউন, মিষ্টি মরিচ, বেগুন, মিষ্টি কুমড়া, মুলা, লালশাক, টমেটো, শীম, মটরশুটি, লাউ, সরিষা, পৈয়াজ, ধনিয়া ও বসুনের) কৌলিক বীজ উৎপাদন কার্যক্রম।
- আন্তঃফসল হিসাবে বেগুনের সাথে পাতা জাতীয় সবজি ফসলের সম্ভাব্যতা যাচাই সংক্রান্ত পরীক্ষণ।
- আম বাগানে হলুদের ফলন এবং বারি কর্তৃক উদ্ভাবিত গ্রীষ্মকালীন টমেটোর বিভিন্ন জাত, শীতকালীন বিভিন্ন রঙিন শাক-সবজির দক্ষতা যাচাইয়ের পরীক্ষণ।
- সবজি, ফল ও পানের বায়োরেসনাল ভিত্তিক সমন্বিত পোকা মাকড় দমন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রযুক্তির উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ এর পরীক্ষণ।
- মাল্টার রুটস্টক, রোপন দূরত্ব এবং জৈব-রাসায়নিক সার ব্যবহারে ফলন ও উৎপাদনশীলতায় কি ধরণের প্রভাব পড়ে সে বিষয়ে গবেষণা চলছে।
- ফল বাগানে হলুদ, নাগা মরিচ এর ফলন পরীক্ষণের কার্যক্রম।
- বারি উদ্ভাবিত আলুর নতুন জাতগুলোর উপর উপযোগীতা যাচাইয়ের পরীক্ষণ গবেষণা কেন্দ্র ও কৃষকের মাঠে
- সরিষায় বৃদ্ধি উদ্দীপক (গুথ রেগুলেটর) ব্যবহারে বীজের ফলন ও গুনাগুন এর পরীক্ষণ।

- দেহিতে বপনকৃত সরিষার বীজের গুনাগুনের উপর বিভিন্ন ঘনত্বের সেলিসাইলিক এসিড ব্যবহারের প্রভাব সংক্রান্ত পরীক্ষণ।
- বারি সরিষা-১৭ এর কৌলিক বীজ উৎপাদনের কার্যক্রম কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও চাঁদপুর এর বিভিন্ন উপজেলায় সরিষার উপযোগীতা যাচাইয়ের পরীক্ষণ।
- ছাদবাগানে নির্বাচিত কিছু সবজি, ফল ও মসলা ফসলের দক্ষতা যাচাইয়ের পরীক্ষণ।
- টমেটো ও আলু-ভুট্টা-পতিত শস্য বিন্যাস এ নাইট্রোজেনের বিভিন্ন উৎস ব্যবহারে নাইট্রোজেন ব্যবহারের দক্ষতা ফলন পরীক্ষণ।
- কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও চাঁদপুর জেলার বিভিন্ন উপজেলায় অঞ্চল ভেদে বারি উদ্ভাবিত বিভিন্ন ফসলের উপযোগীতা যাচাইয়ের পরীক্ষণ।

অর্জনঃ

- অত্র কেন্দ্র কর্তৃক সংগৃহীত ও মূল্যায়িত বারি হলুদ-৪ (অবমুক্তির সাল:২০১৩) বারি আদা-৩ (অবমুক্তির সাল:২০১৭) এর অবমুক্তি।
- কুমিল্লা অঞ্চলে চাষ উপযোগী বিভিন্ন ফসলের ২০ টি অগ্রবর্তী লাইন চিহ্নিতকরণ।
- কুমিল্লা অঞ্চলের উপযোগী ১৬ টি লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন।
- এ পর্যন্ত ফলের ১৬০ টি, সবজির ৭৫ টি এবং মসলা ফসলের ২২ টি জার্মপ্লাজম সংগ্রহ।

কৃষকের মাঠে জাত ও প্রযুক্তি বিস্তারঃ

- বারি উদ্ভাবিত উন্নত ও উচ্চফলনশীল বিভিন্ন ফসলের (বারি আম-৪, বারি মাল্টা-১, বারি পেয়ারা-২, বারি ড্রাগন ফুট-১, বারি লাউ-৪, বারি মটরশুটি-৩, বারি শিম-১ ও ৬, বারি মিষ্টিকুমড়া-২, বারি চালকুমড়া-১, বারি সরিষা-১৪, বারি পানিকচু-১, বারি কালোজিরা-১, বারি ধনিয়া-২, বারি হলুদ-৪, বারি পৈয়াজ-৫ ও ৬ এবং বারি আদা-১) বিস্তার লাভ।
- কৃষকের মাঠে বারি উদ্ভাবিত উন্নত প্রযুক্তি যেমন পৈয়াজের বীজ উৎপাদন এবং আমের টপওয়ার্কিং (পুরাতন জাতকে উন্নত জাতে রূপান্তর)।